MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

M.A 1Sem

Paper:- 102

Teacher:- S.K.H   Name:- Bidyut Sasmal.   Deat:- 9/1/24

① মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চৈতন্যদেবের প্রভাব

=> ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমগ্র বাঙালি জাতিকেই যেন পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি রন্ধ্রে তাঁর মহাজীবনের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এখনো কাজ করে চলেছে। তাই কোনো কোনো সমালোচকের মতে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে অনেকাংশে চৈতন্য-সংস্কৃতি বলা যায়। বাংলার পদাবলী সাহিত্যেই শ্রীচৈতন্যের এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিমানে লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে পদাবলীর ধারা জয়দেব থেকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মধ্যে দিয়ে চৈতন্যযুগে বয়ে এসেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থে বলেছেন — 'জয়দেব বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি / কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দে / স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে / গায় শুনে পরম আনন্দে।' সুতরাং চৈতন্যদেব শুধু তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেননি, পূর্ববর্তী পদাবলীকারদেরও ভক্তিভাবুকতার বিশেষ মার্গে প্রতিষ্ঠিত করে অনেক বেশি প্রচারিত ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি করল। এটি হল জীবনী সাহিত্য। শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবন ভক্তকবিদের তাঁর জীবনী রচনায় প্রণোদিত করল। শুধু তাই নয়, এই একই প্রেরণার প্রবর্তনায় পরবর্তীকালেও বহু বৈষ্ণব জীবনী রচিত হল। এই জীবনীগুলি নানা বৈশিষ্ট্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্যজীবনীকাব্য। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল আবার দুটি পৃথক দিক থেকে চৈতন্য জীবনকে প্রতিফলিত করল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা আর একটি চৈতন্যজীবনীকাব্য।

শুধু বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য অথবা জীবনী সাহিত্য নয় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়েছিল মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা বৈষ্ণবীয় ভক্তি ধর্মের প্রভাবে তাদের উগ্র পূজা লোলুপতা পরিহার করে স্নিগ্ধ কোমল মমতাময় হয়ে উঠেছে কখনো কখনো। মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠকবি মুকুন্দ তাঁর কাব্যের প্রথমে 'গণপতি বন্দনা-'র পর যে বিস্তৃত 'চৈতন্যবন্দনা' করেছেন তাতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্মের স্বরূপও পরিস্ফুট হয়েছে